সংবাদ

তারিখ ... 26 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে

বেতন বৈষম্য দূর করার দাবিতে গত শনিবার থেকে রাজধানীতে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা। কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বেশ কিছু শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের একাধিক সংগঠন এ কর্মসূচি পালন করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি শিক্ষকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেছে।

দেশের ৬৩ হাজার ৬০১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় পৌনে তিন লাখ সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, সরকারের প্রতি শিক্ষকদের ভরসা রাখতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দীর্ঘদিনের সমস্যা। উভয়ের বেতনে পার্থক্য রয়েছে তিন ধাপ। যার কোন যৌক্তিকতা আন্দোলনরত শিক্ষকরা দেখেন না, আমরাও দেখি না। তিন ধাপের এ পার্থক্য তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে। তখন প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং বেতন নির্ধারণ করা হয় ১১তম গ্রেডে। এটাতে আমরা কোন সমস্যা দেখি না। প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা বা বেতন বেড়েছে সেটা ভালো কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, সহকারী শিক্ষকদের পদ বা আয়ের উন্নতি সম্পর্কে আমলারা উদাসীন কেন। একে শ্রেণীর আমলার উদাসীনতার কারণেই আজকে এ বেতন বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা হবে। এটাকে আমরা সুসংবাদ মনে করি। তবে এ সুসংবাদের অপর পিঠে সহকারী শিক্ষকদের জন্য রয়েছে দুঃসংবাদ। সহকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আগের অবস্থায় থাকলে আর প্রধান শিক্ষকরা ১০ম গ্রেডে উন্নীত হলে উভয়ের বেতনে পার্থক্য আরও বাড়বে। এ আশঙ্কা থেকেই শিক্ষকরা আবার আন্দোলনে নেমেছেন। তারা এক ধাপের বেশি বেতন পার্থক্য চান না। তারা প্রধান শিক্ষকদের গ্রেড উন্নতির বিরোধিতা করছেন না বরং নিজেদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবি করছেন।

সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য কমানোর দাবিকে আমরা যৌক্তিক মনে করি। স্বাধীন বাংলাদেশে এক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন বৈষম্য ছিল না। স্বাধীনতার বছর ছয়েক পর এক ধাপ পার্থক্য তৈরি হয়। এরপর আরও এক ধাপ পার্থক্য তৈরি হয় ২০০৬ সালে। এ পর্যন্ত বিষয়টা শিক্ষকরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বা চার ধাপ বেতন পার্থক্য মেনে নেয়া যায় না। সরকার বলছে, বেতন পার্থক্য কমানোর বিষয়টি তারা চিন্তা করছে। কিন্তু আমলারা চিন্তাভাবনা করতে ৪ বছর পার করে দিয়েছে।

আমরা মনে করি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য দ্রুত কমিয়ে আনা উচিত। এ নিয়ে এখনি আলাপ-আলোচনা শুরু করা জরুরি। কারণ নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে এবং নতুন বই বিতরণের জন্য বেশি সময় সরকারের হাতে নেই। এ অবস্থায় বিষয়টির দ্রুত সুরাহা করা না হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য কমানোর স্বার্থে তো বটেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেও সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এটাও খুঁজে দেখা জরুরি যে, কাদের মেকানিজমের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বেতন বৈষম্য দেখা দিয়েছে। তাদের খুঁজে বের করে এ কাজের জন্য জবাবদিহি আদায় করতে হবে।